যুগান্তর

তারিখ ... 27 MAY 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ২ ...

পঁচাত্তর হাজার শিক্ষার্থীর কলেজে ভর্তির সুযোগ অনিশ্চিত

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ক্লাস শুরু

মুসতাক আহমদ

এত শিক্ষার্থী ভর্তি হবে কোথায়? প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সারাদেশে কলেজে মোট আসন আছে প্রায় ৪ লাখ ৬৩ হাজার। আর এবার সর্বমোট পাস করেছে ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৮৭৮ জন। সে হিসাবে প্রায় ৭৫ হাজার শিক্ষার্থীর কলেজে ভর্তির সুযোগ নেই। গ্রেডিং পদ্ধতির সেরা সাফল্য জিপিএ-৫ পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে একটি ভালো এবং পছন্দের কলেজে ভর্তির কোন নিশ্চয়তাও নেই। কেননা, দেশে ভালো মানের কলেজের অভাব এবং এ ধরনের বিদ্যমান কলেজে আসন সংখ্যা সীমিত। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, শুধু এ কারণেই এবার উচ্চমানের জিপিএ অর্জন করা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষার্থীই নামকরা পছন্দের কলেজে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। আর তুলনামূলক খারাপ জিপিএ অর্জনকারীরাদের জন্য এ সংকট হবে আরও ভয়াবহ। তাই ভর্তি নিয়ে উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ যথারীতি থাকছেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, তবে এক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের মধ্যম সারির ফলাফলকারীরা অবশ্য সুবিধাজনক স্থানে থাকবে। কেননা, এবারও গ্রামাঞ্চল থেকে মধ্যম সারির জিপিএ অর্জনকারীদের জন্য শহর পর্যায়ের কলেজে বাধ্যতামূলকভাবে ১০ ভাগ আসন সংরক্ষণ করতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মঙ্গলবার জানিয়েছেন, ভালো মানের কলেজ এবং আসন সংকটের বিষয়টি মাথায় রেখে এবার আগেভাগেই তারা করণীয় বের করতে কলেজপ্রধানদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। তারা আবার বসবেন। তিনি বলেন, যেসব কলেজে ডাবল শিফট খোলা যায়, সেসব প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থা করে আসন দ্বিগুণ করা হবে। মঙ্গলবার যারা এসএসসির ফল জানল, তাদের কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির তারিখ ইতিমধ্যে সরকার চূড়ান্ত করেছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। সূত্র মতে, আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই অর্থাৎ জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সরকার শিক্ষার্থীদের ক্লাসে বসাতে চায়। সে লক্ষ্যে জুলাইয়ের ৫ তারিখের মধ্যে ভর্তি সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেয়া হতে পারে। এবারও ভর্তিতে জিপিএকে প্রাধান্য দেয়ার সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। কোন ধরনের পরীক্ষা নেয়া যাবে না। ভাইভাও নেয়া যাবে না। কেননা ভাইভার নামে স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। নীতিমালা অনুযায়ী অনিশ্চিত : পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৫

অনিশ্চিত : সুযোগ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) ভর্তিচ্ছুদের মধ্যে আবেদনের সিরিয়াল অনুযায়ী ভর্তি করবে। একই সিরিয়ালে একই জিপিএপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী থাকলে সেক্ষেত্রে ভর্তি কমিটি চতুর্থ বিষয় ছাড়া জিপিএ এবং ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞানের বিষয়কে প্রাধান্য দিতে পারে। এক্ষেত্রে বয়সকে প্রাধান্য দেয়ার সরকারি যে নীতি রয়েছে তার ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে জানান, যেটা জনগণের জন্য ভালো হবে, সেটাই করা হবে। এ ব্যাপারে যথাসময়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণার কথা জানান তিনি।

সংশ্লিষ্টরা জানান, মূলত এ বছর রেকর্ড পাস ও রেকর্ড জিপিএ-৫সহ উচ্চসারির জিপিএপ্রাপ্তদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই ভর্তিতে সংকট চরম আকার ধারণ করবে। এ বছর এসএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪৫ হাজার ৯৩৪ জন। এর মধ্যে ঢাকা বোর্ডেই ১৯ হাজার ৮৬ জন। অথচ রাজধানীতে ভালো কলেজ হাতেগোনা ১০/১২টি। দেখা গেছে, রাজধানীতে ভালোমানের ১০টি কলেজে আসন আছে গড়ে মাত্র প্রায় ১০ হাজার। অথচ সারাদেশের ভালো ফলধারীরা ঢাকার ভালোমানের কলেজে ভর্তির জন্য ছুটে আসে। তাই জিপিএ-৫ পেয়েও অনেকের ভালো কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা যে নাই তা মোটামুটি নিশ্চিত।

গত বছর সারাদেশে যেখানে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ৪১ হাজার ৯১৭ জন সেখানে এবার পেয়েছে প্রায় ৪৬ হাজার। জিপিএ-৫ এর মতো এবার উচ্চসারির জিপিএপ্রাপ্তদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বছর জিপিএ-৪ থেকে ৫ এর মধ্যে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৭৪৪ জন এবং জিপিএ-৩.৫ থেকে ৪ এর মধ্য পেয়েছে ১ লাখ ১২ হাজার ২৯১ জন। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, সাধারণত এই মানের শিক্ষার্থীরা ঢাকায় ভর্তির জন্য ভিড় করে।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) হিসাব অনুযায়ী সারাদেশে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তিযোগ্য কলেজ আছে ২ হাজার ৭৯৪টি। এসব কলেজে মোট আসন সংখ্যা ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৩শ'। আর এ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে ৫ লাখ ৩৭ হাজার ৮৭৮ জন। উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির সুযোগ আছে এমন কলেজগুলোর মধ্যে সরকারি কলেজ ২৪১টি। এগুলোতে আসন আছে ৯২ হাজার ৩৮৬টি। অন্যদিকে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ২ হাজার ৫৪৩টি। এগুলোতে আসন আছে ৩ লাখ ৭০ হাজার ৯১৪টি। সে হিসাবে ৭৪ হাজার ৫৭৮ জন শিক্ষার্থীর ভর্তিরই জায়গা নেই।